জেলায়

কিষান ক্রেডিট কার্ডের ষোলো আনা সুযোগ চাষিদের দিতে তৎপর বীরভূম ও নদীয়া প্রশাসন

বিএনএ, সিউড়ি ও কৃষ্ণনগর: খাতায় কলমে জেলায় ১০০শতাংশ কিষান ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হলেও ৪০শতাংশই সঠিক ব্যবহৃত হয় না। একথা স্বীকার করে নিয়ে এরজন্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বন্ধ থাকাকেই দায়ী করলেন সিউড়ির জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী। এদিন জেলা পরিষদে এক অনুষ্ঠানে কিষান ক্রেডিট কার্ডের একটি ডাকটিকিট ও লোগো উন্মোচন করা হয়। জেলাশাসক, সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি কমিশনার তথা কৃষি দপ্তরের বিশেষ সচিব মধুমিতা চৌধুরি।

পিছিয়ে পড়া জেলা বীরভূমে কৃষিকাজই প্রধান জীবিকা। অধিকাংশ কৃষকই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। মহাজনের খপ্পর থেকে তাঁদের বাঁচাতে কিষান ক্রেডিট কার্ড(কেসিসি) অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কেসিসি বিতরণ হলেও তার সুবিধা নেয়নি জেলার একটি বড় অংশের কৃষক। এরজন্য কৃষক সমাজের অসচেতনতার পাশাপাশি এক বছরের বেশি সময় ধরে বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বন্ধ থাকাকেও দায়ী করছে প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, জেলার ৭০শতাংশ কার্ডেই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নেওয়ার সুবিধা ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে মে মাস থেকে প্রায় দেড় বছর এই ব্যাংক বন্ধ ছিল, তাই অনেক কৃষকই এই সুবিধা পাননি।

কিন্তু এখন ব্যাংকে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে, তাই এনিয়ে জোর প্রচার চালানো হবে জেলাজুড়ে। কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাংক মিত্ররা কেসিসির সুবিধা জানাবেন। কৃষি দপ্তর, ব্লক প্রশাসন প্রতিটি পঞ্চায়েতে ১৫ দিন ধরে ক্যাম্প করে চাষিদের বিষয়টি নিয়ে বোঝাবেন। শুধু তাই নয় পথ নাটকের মাধ্যমে ও অডিও ভিস্যুয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে এনিয়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রচার চালানো হবে। এদিন খয়রাশোল ব্লকেও পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে ক্যাম্প করে কৃষকদের সচেতন করা হয়েছে।

জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী বলেন, কৃষকরা যাতে কেসিসির সুবিধা নিতে পারেন, তাই জেলাজুড়ে নিবিড় প্রচার চালানো হবে। সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, সরকার কৃষকদের জন্য নানা প্রকল্প নিলেও প্রচারের অভাবে তা চাষিরা জানতে পারছেন না। তাই আগামী ১৫ দিন এনিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হবে।

কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে চাষিদের ঋণ নেওয়ার জন্য জেলার সব প্রান্তেই প্রচার চালাবে নদীয়া জেলা প্রশাসনও। প্রচারে শামিল হবে বোলান ও কবিগানের শিল্পীরা।

মঙ্গলবার বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নদীয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) প্রিয়ঙ্কা সিংলা বলেন, কেকেসির মাধ্যমে ব্যাংক মারফৎ শতকরা ৭ শতাংশ সুদের হারে চাষিরা ঋণ পাবেন। সময়ে ঋণ শোধ করতে পারলে সুদের ৩ শতাংশ ছাড় পাবেন। এই ঋণ নেওয়া মানে ফসলের বীমাও হচ্ছে। অর্থাৎ শস্য নষ্ট হলে চাষিরা বীমার টাকা পাবেন।

নদীয়া জেলায় কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্ত প্রত্যেক চাষিকে এই ঋণ নিক, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এর জন্য ২১ নভেম্বর পর্যন্ত জেলা জুড়ে প্রচার চলবে। ট্যাবলো, পোস্টার, লোকগানের মাধ্যমে প্রচার চলবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাংক মিত্র থাকবেন, যাঁরা চাষিদের ব্যাংকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন। জেলায় ৬৮৫ জন ব্যাংক মিত্র রয়েছে। কোনও মর্টগেজ ছাড়াই চাষিরা সর্বোচ্চ ১লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন। *নিজস্ব চিত্র*

পৃষ্ঠা - ৮

বর্তমান ৯ ই নভেম্বর ২০১৬